স্থল-কমল

শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেটকাফ্ প্রেস;
৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

বি, এন রেলওয়ের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ জেনারেল,

"মরমী" "গোপনব্যথা"

—প্রভৃতি—

কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা,

সুকবি

শ্রীযুক্ত অমিয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়,

করকমলেষু—

হয়তো গাঁথা হয়নি ভালো স্থল-কমলের রঙিন্‌ দলে,
ক্ষুদ্র কবির ছিন্ন-মালা, পূজ্য তোমার দিলাম গলে।

গুণমুগ্ধ—

গুরুপদ

নিবেদন

স্থল-কমলের অনেকগুলি কবিতা, ভারতী, মানসী-মর্ম্মবাণী, প্রতিভা, ঝরণা, মাতৃমন্দির, বাঁশরী, নবযুগ, ভারতবর্ষ, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম।

আদ্রা—বি-এন আর
শুভ বৈশাখ ১৩৪৫

গ্রন্থকার

স্থল-কমল

-:*:-

মানসী

চম্‌কে দেখি, আজকে তুমি পথের মাঝে চল্‌ছিলে,
আমার দ্বারের পাশ দিয়ে গো আন্‌মনে কী পথভুলে ?
অলস কালো অলকরাশি,
মুখের মৃদু মিষ্টি হাসি,
শিউলি ফুলের রঙ ছোপান বক্ষ ঢাকা অন্‌চলে,
আমার দ্বারের পাশ দিয়ে যে আজকে তুমি চল্‌ছিলে !
চপল-চারু-চরণ-চালি লাক্ষা-রাগের গৌরবে,
ভোরের বাতাস উঠলো ভেসে স্থল কমলের সৌরভে !
আঙুর ছোঁয়া ওষ্ঠে তোমার মতির নোলোক দুল্‌দুলি,
দোদুল দোদুল দুলিয়ে কাণে ঝুম্‌কো লতার ফুলগুলি ;
রঙিন গালে লা'গলো ভালো
এক ফোঁটা তিল একটু কালো,
কাজল কালো চাউনি চোখের পথ হারানো বুলবুলি ;
আমার দ্বারের পাশ দিয়ে আজ চল্‌ছিলে কী পথ ভুলি ?

কোথায় যাবে কাহার লাগি ওগো অরূপ সুন্দরী ?
ঘর ছাড়ানো মন্তরে পা'র নূপুরগুলি গুঞ্জরি !
অজানা ওই রূপ যে তোমার নিত্য দেখি স্বপনে,
অশোনা সে কোন বাণীতে ডাক দিয়ে যাও গোপনে ?
আজকে যদি এলেই প্রিয়া,
দাও ভ'রে মোর শূন্য হিয়া ;
আপনি যদি দিলেই ধরা সবার দিঠির অন্তরালে,
আঁচল কেন চপল হাতে সরিয়ে পালাও হাত বাড়ালে ?

·:*:·

পরিচিতা

মানসী মোর আস্‌লে যবে একলা ঘরের
আদুরী,
চপল-চারু-চরণ-ক্ষেপে উছ্‌লে উজল
মাধুরী ;
সেই রূপেরি একটু খানি,
দুচোক ভ'রে চুমুক টানি,
শুষ্‌ক বুকে ফুল বাগিচা, এমনি পরশ
যাদুরী।
গত দিনের গোপন কথা সকল চটুল
আঁখিতে,
সোনার ভাষে উ'ঠলো ফুটে সরম সোহাগ
জড়িতে।
আমায় প্রিয়া ছল্‌তে এসে,
আপনি ধরা প'ড়লে হেসে,
আঙুর ছোয়া ঠোঁটের ফাঁকে বিজ্‌লি চমক্
চকিতে।
ভাব্‌ছো প্রিয়া তোমায় আমায় আজকে দেখা
প্রথমে,
বিবশ তনু শিথিল বসন, নত বদন
সরমে !

অচিন্ আমার নওকো প্রিয়ে,
লজ্জা নূতন করছো কী-এ ?
আজও তোমার মুখের ছবি জাগছে গোপন
মরমে !
প্রথম আমার পরশ পেয়ে উ'ঠলে যবে
কাঁপিয়া,
রইছে মনে, মু'জলো ধীরে কাজোল জোড়া
আঁখিয়া।
কোন ফাগুনের সঙ্গোপনে,
মিলন আমার তোমার সনে,
আজও তাহাই তেম্নি অটুট্ বিশ্ব-ভূবন
ব্যাপিয়া।
বর্ষ হাজার অতীত তবু সোহাগ স্নেহের
চুমারি,
মলিন রেখা রইছে আজো নিটোল গালে
তুমারি ;
কাহার হাতের পরশ সে টুক্
গৌরবে তোর ভ'রলো রে বুক ?
জনম জনম ব্রত তোমার ভাঙনু আমি
কুমারী ;
মানসী মোর আদুরী !



প্রিয়ার ঘুম

গৃহ কোণে মিটি মিটি
জ্বালায়ে বাতি,
প্রিয়া মোর জেগে কাটে
সারাটি রাতি !
চঞ্চল আঁখি ছুটী
ঘুমালসে পড়ে লুটি,
মোর আসাপথ পানে
ফিরে ফিরে চায়,
বঁধু নাই কাঁদে প্রাণ
বেদনা ব্যথায়।
"বউ কথা কও" পাখী
উঠিলে
"এলে কি ?" বলিয়া প্রিয়া
চাহে চমকি !
কত কথা, কত গীতে
ঠাঁই নাই আর চিতে,
ভাষা তা'র কেঁদে মরে
মনের দ্বারে,
গোপন কথাটি বল
বলিবে কারে ?

স্থল-কমল

প্রিয়া পাশে আমি নাই
বহু যে দূরে,
মন তা'র মোর পিছে
মরিছে ঘুরে।
নব উষা আলো রাশি,
জানালায় এল হাসি,
সারা নিশি জাগি প্রিয়া
পড়িল ঢ'লে,
মোর লাগি জ্বালা দীপ
তখনো জ্বলে !

-ঃ০ঃ

উন্মনা

শীতল বকুল বায়ে ভেসে এল কী ?
এই বুঝি ভালবাসা ? নয় তবে কী ?
শিহরিল ফুল গুলি,
শাখা শাখী উঠে দুলি,
ঘুম ভাঙ্গি আঁখি তুলি
ডাকিল পাখী !
আমি কেন গৃহ কোণে
একা বসে আনমনে,
ছুটে যাই তা'র সনে,
যে গেল ডাকি,
ভুলে যায় সব যাহা
ভুলিতে বাকী !
যারা ছিল আপনার ভুলিল তা'রা,
কে আমারে ভালবেসে আপন হারা ?
নানা কাজে নানা ছলে
কে আমারে দেখা দিলে ?
বুকে ওঠে দুলে দুলে,
চরণ সাড়া।
আমি যে গো তারে জানি,
চেনা তা'র মুখ খানি,
অমিয় মধুর বাণী
সুধার ধারা,
মোর পানে চেয়ে থির
আঁখির তারা

-:০:-

পল্লী বধূ

পল্লী বধূ,
ক্ষণেক শুধু
মুখটী তুলে
চাওতো গো,
তোমার ছবি,
আঁ'কবে কবি,
শু'নবে কথা
কওতো গো।
রঙিন মুখে ঘোম্‌টা তলে,
কাজল জোড়া
আকুল করা
নীল আঁখি,
প'ড়লে ছায়া দিঘীর জলে,
কমল মাঝে
ভ্রমর লাজে
রয়না কী?
সুগোল চারু যুগল করে,
শাঁখের বালা,
মিষ্টি জ্বালা
ঘট্‌ কাঁকে,
আলতা পায়ে ধূলার পরে
বাজিয়ে মল,
চলে চপল
পথ বাঁকে!

স্থল-কমল

অলস কালো অলক রাশি
বকুল বায়
ছড়িয়ে যায়
আন্ মনে,
ওষ্ঠ ভরা মিষ্ট হাসি
চম্‌কে নাকি
ডা'কলে পাখী
আম বনে !
চরণ ক্ষেপে তরল সোনা
উছ্‌লে পড়ে,
মুক্‌তো ঝরে
হাস্‌লে সে,
সজল রেখা আলিপনা
আঁকন্ বাঁকন্
শিক্ত বসন
আস্‌লে যে !
মেঠো হাওয়ায়
উড়িয়ে নে যায়
অলস চিকণ
নীল সাড়ী,
পথের মাঝে
নিঠুর লাজে
মুখটী রাঙা
হয় তা'রি।

—ঃ০ঃ—

প্রিয়া

কুঞ্চিত কুন্তল, শ্যামল বর্ণা,
শিষ্টা, নিষ্ঠা-ভক্তির ঝর্ণা !

সুমধুর দৃষ্টি কাজল চক্ষে,
অমৃত উৎস উচল বক্ষে !

সর্ব্ব সমর্পি আপনি রিক্তা,
বেদনায় দরদী অশ্রু শিক্তা !

অপমানে নয়নে বহ্নি বৃষ্টি,
সমাদরে সুন্দর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ।

পরিহাসে প্রেয়সীর অপরূপ ভঙ্গী,
বিপদে বরাভয়, ছায়াসম সঙ্গী !

সম্পদে হর্ষ, বাসনায় তৃপ্তি,
অবসাদে উৎসাহ,আঁধারে দীপ্তি ।

ব্রীড়া অবনতা, চঞ্চল হর্ষে,
দুঃখে ম্রিয়মান অশ্রু বর্ষে ।

সুবিনীত চিত্তা, ধীর প্রশান্তা,
মোর লাগি বিধাতা নিরমিল কান্তা !

-:০:-

চপলা

নৃত্য অধীরগতি বেপথে ধেয়ে,
বার বার আসে যায় চপল-মেয়ে ;
চূর্ণ অলক দোলে কপোল তলে,
পথ'পরে অঞ্চল লুটায়ে চলে !
বকুলের তলে ত'ার ভোরের বেলা,
সুরু হয় দিবসের প্রভাতী খেলা ;
মুখে চোকে তুল্‌তুলে নিটোল গালে,
রাঙা নব আলোকের ফাগের লালে।
কেয়া কুঞ্জের ফাঁকে মারিয়া উঁকি,
কুসুম কুড়ায়ে ফেরে কমল মুখী ,
কোয়েলা ডাকিলে দূরে আমের বনে,
ব্যঙ্গ সে করে তা'রে আপন মনে !
এপার ওপার ভরা নদীর বানে,
সাঁতার সে কাটে মানা কা'রো না মানে ;
চঞ্চল সখিটীর হরষ হেরি,
তালে তালে নাচে ঢেউ তাহারে ঘেরি !
ঝর ঝর নির্ঝর ধারার মত,
খালি খালি হাসে কথা কয় সে যত ;
সদা তা'র হয় ভুল সকল কাজে,
মুখ তবু নয় নীচু সরম লাজে !

পুঁতির মালা আর কাঁচের পুতুল,
কৌটা ভরা তা'র বিত্ত অতুল ;
সাজায়ে তা' নানামতে খেলার ঘরে,
সহসা ভাঙ্গিয়া ফেলে ক্রোধের ভরে !
কজ্জ্বল কালো দুটি ডাগর চোকে,
স্বপ্ন সে দেখে চেয়ে কল্প লোকে ;
আপন খেয়ালে রয় আপন মনে,
ডাকিলে না সাড়া দেয়, কথা না শোনে !
চপলা দুলালী বালা জানিনা কবে,—
কা'র বাহু বন্ধনে বন্দী হবে ;
চঞ্চল আঁখি দুটি নিমেষ হারা,
মুখ পানে চেয়ে রবে পড়িয়া ধরা !

-ః০ః-

প্রিয়ার আধ্যাত্মিকতা

ঐ যে শেফালিটি
ফুটিল সন্ধ্যায়,
নিশিথে নিদ্রিত
অলি কি টের পায় ?
ভরিয়া কচি বুকে
কত না আশা রে,
ঝরিল অভাগী
প্রভাতে আহা রে !
জীবন মরণের
বিষম মাঝখানে,
দাঁড়ায়ে আছি তব
চাহিয়া মুখ পানে ;
চুমাতে রেঙে দাও
আজি এ দুটি গাল,
হয়ত খুঁজে মোরে
পাবেনা তুমি কাল !

-ঃ০ঃ-

প্রথম রাতি

মনে কী পড়ে সখী সে শুভ মধু রাতে,
ঘোমটা ঘেরা মুখে মিলন মোর সাথে,
কত না লাজে ভয়ে মৃদুল চরণে,
প্রথম বাসরে সে আসিলে শয়নে ;
কুণ্ঠা-দ্বিধা-ভয়-ভাবনা ভরা মনে,
আমারে পিছু করি দাঁড়ালে গৃহ কোণে !
সরম মাখা দুটী আনত চক্ষে,
কাঁপন ঘন ঘন উচল বক্ষে,
তৈল পিচ্ছল চিকন্ চারু চুলে,
বসন অঞ্চল রহে না যায় খুলে ;
নিপুণ ছাঁদে বাঁধা বসন গুণ্ঠিতা,
জড়িত পদে আসি দাঁড়ালে কুণ্ঠিতা ।
কুমারী জীবনের সে শেষ রজনীতে,
মিলন-মঙ্গল-মধুর-সঙ্গীতে,
সকল অন্তর ভরিয়া প্রেম-ডালা,
আমারি লাগি তুমি আনিলে যদি বালা,
নীরবে নত মুখে গৃহের কোণে শুধু,
দাঁড়ায়ে থাকা তব সাজে কী ওগো বধূ ?
হেরিতে আঁখি ভরি তোমারি মুখ খানি,
করেছি কতবার আঁচল টানাটানি,

মানিনি কোন মানা কাতর ইঙ্গিতে,
হেসেছি শুধু তব অরূপ ভঙ্গিতে ;
সোহাগে সম্ভাষি গলেরি ফুলহার,
তোমারি গলে দিনু প্রথম উপহার !
প্রথম পরশনে পুলক কম্পনে,
পড়িলে বাঁধা মোর বাহুরি বন্ধনে।
শুধালে নানাছলে, "আমি কে তোমারি ?
কহিলে আঁখি তুলে, "তুমি যে আমারি !"
চকিতে রাঙা মুখে প্রথম চুম্‌টি,
ফুঁ দিয়ে দিলে তুমি নিবায়ে দীপটি !

——:o:——

বিদায়াশ্রু

কজ্জল কালো দুটি
নয়ন কোণে,
যদি আসে জল সখী
বিদায় খণে ;
আঁচলে মুছিয়া হায়,
ফেলিতে কি হয় তায় ?
কল্যাণ কামনায়
মনের দ্বারে,
পূর্ণ কলস সম
রাখিও তা'রে !

ছল ছল আঁখি দুটি
অশ্রু সজল,
হেরিয়া হ'বে যে মোর
যাত্রা সফল ;
দরদীর আঁখি জল,
ঝরে যদি অবিরল,
অশুভ যা কিছু সব
লুকাবে লাজে,
ফিরিব সফল হয়ে
আপন কাজে।

·:০:·

প্রিয়ার পত্র

কত লাজে ভয়ে নীরব নিশীথে প্রেয়সীর লেখা পত্র,
ছোট বড় বাঁকা অক্ষরে ঢাকা মোটে গুটিকয় ছত্র ;
কচি আঙুলের ছাপ্ সারা গায়ে দোয়াতের কালি শেষ,
মানচিত্রের অনুরূপ প্রিয়া পাহাড় এঁকেছে বেশ !

মোটা মোটা সব অক্ষরগুলি আপন অঙ্গ ভারে,
রথ যাত্রার ভিড়ের মতন পড়েছে কে কার ঘাড়ে ;
কাগজের রং যায়নাকো জানা সাদা কি বেগুনি, লাল,
আলতা সিঁদুরে, পানের খয়েরে, তেলে ভিজে বাঘ ছাল !

দুর্গার শ্রী বিশ্রী বড়ই, সহায় চাহিতে গিয়ে,
মোটা এক ফোঁটা কালি প'ড়ে গেছে, মুছেচে আঁচল দিয়ে,
এমন অঙ্কে লিখেছে তারিখ, মাসের নাম ও সাল
ধারাপাতে নাই, পাঁজিতে খুজিয়া মিলিবে না কোন কাল !

প্রিয়, প্রেয়তম, কান্ত, দয়িত, সকলি লেখার পরে,
একে একে সব কালির আঁচড়ে কেটেছে সরম ভরে ;
নিবেদন শুধু করেছে অধীনা, স্বাধীনা নহে তো সে,
উত্তর দিতে দেরী তা'র খামে ঠিকানা লিখিবে কে ?

মা, আমি, দিদিমা, পিসীমা, ন'খুড়ী সকলেই ভাল আছে,
একটীও আম ধরেনি এবার পূবের ভিটার গাছে ;

ঝণ্টুর জ্বর, মণ্টুর খোস্, আমাশয়ে ভোগে হাসি,
বীণার সে দিন বর এসেছিল, জ্যেঠুমা গিয়াছে কাশী।

তোমার কুশল সংবাদ দিও, গরমের ছুটী হ'লে,
মাথা খাও যেন একদিনও দেরী করোনা আসিও চলে ;
সিঁদূর কৌটা ভাল দেখে দুটি, আলতা দু' শিশি এনো,
উত্তর দিতে দেরী হ'লে কিছু হ'বে নাকো ভাল জেনো !

আচ্ছা যা হোক লোক তুমি হাঁগা, শুধায়েচ মোরে যাহা,
চিঠিতে সে সব লেখা যায় ছি ছি, কেমনে লিখিব তাহা ?
সাক্ষাতে তুমি শুনিবে সকলি দিন কত পরে আসি,
প্রণাম চরণে চুম নিও, ইতি। চির অনুগতা দাসী।

অতীতের কথা পাথরে পাহাড়ে, তামায় খোদায় করা,
সে পড়া সহজ, বড় সুকঠিন প্রিয়ার পত্র-পড়া ;
প্রিয়ার প্রাণের দুরূহ ভাষার অক্ষর পরিচয়
হয়নি এখনো, তবু পড়িয়াছি চিঠিখানি বার ছয় !

—:০:—

নিমেষের দেখা

(চীনাকবি, লো-তুং)

পর্দ্দার ফাঁকে তা'র চাঁদপানা মুখটি,
চকিতের চাউনিতে কম্পিত বুকটি ;
টুকটুকে মুখখানি সিঁদুরের টোপ তায়,
শরতের নীল মেঘে বিজলীও লাজ পায়।
অলস চিকণ কালো কুন্তল গুচ্ছ,
চাঁদটিরে ঘিরে নাগ কালিয়ার পুচ্ছ :
টানাটানা চারু ভুরু, বল আর কব'কী ?
রসে ভরা ঠোঁট দুটি বেদানার রোয়াটি।
এই ছিল, এই নাই, পলকের পরিচয়,
সারাটি জীবন তবু ক'রে গেল মধুময়।

-:০:-

দ্বিধা

শুধু দুটি কথা ক'ব তাহারি আশে,
বার বার ফিরে আসি তোমারি পাশে ;
কি যে কথা শুনাইব, সে ভয়ে পাছে
তুমি যাও দূরে সরে, রহনা কাছে ?

ইঙ্গীতে কী যে কহ বুঝিনা মানে,
থির চোকে চেয়ে রই মুখেরি পানে ;
কঙ্কণ কিনি কিনি চরণ সারা,
মোরে শুধু করে তাই পাগল পারা !

শিথিল বসন খানি চপল বায়ে,
ভেসে এসে যদি লাগে আমারি গায়ে,
সেই সুখ-পরশন আশার লাগি,
তব বাতায়ন তলে রজনী জাগি !

জাগ্রতে নয়, মম স্বপন ঘোরে,
চুপি চুপি আসি' ধরা দাও যে মোরে
শেফালির রঙে রাঙা বসন খানি,
রেঙে যায় মোর শুধু যুগল পানি !

মোর যাওয়া আসা পথে ধূলার পরে,
ফুল কেন ফেলে যাও, কিসের তরে ?
সে ফুল কুড়ায়ে নিলে আদর ক'রে,
মোর পানে চেয়ে রহ গরব ভরে !

রিরাগ না অনুরাগ যায়না জানা,
সঙ্গ চাহনা তবু ক'রনা মানা ;
ছলনা ক'রনা জানি ছলিতে এসে,
মুখটি ফিরায়ে নাও মধুর হেসে !

যোজনের বাধা কেটে ছুটিয়া যদি,
সাগরের বুকে এসে মিলিছে নদী ;
তবে কেন দ্বিধা তব, সরম কিসে ?
এস সখী তুটি প্রাণে রহিব মিশে ।

·ঃ০ঃ·

অনুপমা

ইষ্টিসানের সাম্‌নে গাড়ী যখন এসে দাঁড়ায় প্রিয়া,
কেমন ক'রে ব'লবো কি সে ব্যথায় ক'রে আকুল হিয়া ;
মন লাগেনা কোনই কাজে,
অজানা সব লোকের মাঝে
নিমেষ হারা চক্ষে তোমার তুল্য বদন বেড়ায় খুঁজি,
কেউ ভাবে লোক কেমন ধারা, ইতর কিম্বা পাগল বুঝি !

এক সাথে সই পাইনা তোমার ছড়িয়ে পড়া রূপের রাশি,
চক্ষে কারো দৃষ্টি তোমার, ওষ্ঠে কারো মিষ্টি হাসি,
গোলাপ গালে তিলের দাগে,
তোমার মতই দে'খ্‌তে লাগে ;
সিঁদূর রাগে রাঙা বদন আন্‌মনে কেউ ঘোমটা খুলি,
মোর পানে চায় অধর টিপে তোমার মতন নয়ন তুলি !

সাঁজ সকালে নিত্য যখন গাড়ী আসার ঘণ্টা বাজে,
কেমন করে ঘরের কোণে থাকবো তখন মগ্ন কাজে ?
ওগো আমার মনের মাণিক,
তোমার রূপের আভাস খানিক
খুঁজে বেড়ায় কা'র মুখে পাই, কে চোখে চায় তোমার মত,
নয়নে লা'গলে নয়ন অমনি ত'খন মুখখানি কা'র সরম নত !

পাঁচশত ক্রোশ দূরের পথে, একলা কাটি'-কাল প্রবাসে,
তোমার মধুর মুখটী আমার মন মুকুরে সদাই ভাসে ;
এখন সখি বুঝেছি তাই,
তোমার রূপের তুলনা নাই !
কতই মধুর হয়ে যে মোর জাগছো তুমি আঁখির আগে,
সে কথা সই মিলন রাতে ব'লবো নিবিড় অনুরাগে !

-ঃ০ঃ-

দুটী আঁখি

ও দু'টী কাজল নয়নে তোমার কত হাসি, কত জল,
চঞ্চল-চারু-চকিত-চাউনি কত কৌতুক ছল ;
বুঝিতে আজিও পারি নাই প্রিয়া,
মুগ্ধ কেবলি তাই নিরখিয়া,
ও দু'টী সুনীল সায়েরে খুঁজিয়া পাইনা অতল তল,
নির্ব্বাক শুধু বিস্ময়ে হেরি ঢেউগুলি ঢল্ ঢল্ !

হৃদয়-কুঞ্জ-কুটীরে তোমার পুষ্পিত ফুল বনে,
পুলকিত প্রাণে মঙ্গল গানে শঙ্খের নিঃস্বনে,
চাহি সুন্দর অবনত আঁখি,
সরম কাতর, নিলে যবে ডাকি,
সে দিন সাঁজের অল্প আঁধারে গোধূলির মধুক্ষণে,
হেরিনু প্রথম ও দু'টী নয়ন পরিচয়ে মোর সনে !

মন-মৃগ-মম মরমে বিঁধেছ ও দু'টী নয়ন বাণে,
চমকিয়া উঠি চকিত দিঠিতে প্রেম বিহ্বল প্রাণে !
চঞ্চল চারু চকিত আঁখিয়া,
কত কৌতুক ছলনা ঢাকিয়া,
পল্লব তলে রাখিয়াছ প্রিয়া, চপল দৃষ্টি দানে,
চুম্বক সম টানিয়া আমারে বাঁধিয়াছ প্রাণে প্রাণে !

স্থল-কমল

কজ্জ্বল-কালো-সুনীল-নয়নে হানি' উজ্জ্বল আলো,
আমার আঁধার অন্তরে তুমি দীপ শিখা সখী জ্বালো।
বৃথা অভিমান ব্যথা ভরা মনে,
হেরি জলভার চক্ষের কোণে
ও দু'টী কাজল নয়নে কখনো মঙ্গল ধার ঢালো,
সহসা হাসির ঝরণা আলোকে শোভে সুন্দর ভালো!

চঞ্চল-চারু-লোচনে তোমার মৃদু অঞ্জন শোভে,
মম-আঁখি-অলি মরমে ব্যাকুলি সহসিজ মধু্ লোভে,
চকিত চকোর সম আঁখি মোর,
খুঁজে ফেরে ওই আঁখি দু'টী তোর;
আবরণে ঢাকি রাখিওনা আঁখি, ধেয়ে আসি সুধা লোভে,
ফিরালে নয়ান, ব্যাকুলিত প্রাণ, নিরাশায় মরি ক্ষোভে!



কবির প্রিয়া

কবির ঘরণী তুমি, কবির প্রিয়া,
সেই সে গরবে সখী ভরিও হিয়া
মিছে সখী পাও লাজ,
আভরণে কিবা কাজ ?
হীরকের হার বৃথা, সোণার বালা,
নিত্য গাঁথিয়া দেবো কথার মালা।

মর্ম্মর হর্ম্মেতে কী কাজ প্রিয়ে ?
নাচিয়া ফিরিও মোর ভগ্ন গৃহে।
ছিন্ন চালের ফাঁকে,
মুখে চোকে গালে নাকে,
জ্যোছনার আলো এসে লাগিবে ভালো,
কী কাজ জ্বালিয়া দীপ উজল আলো ?

শতেক অভাবে যদি সবার মাঝে,
বক্ষে বেদনা জাগে নিঠুর লাজে,
মোর পানে চেয়ে তবে,
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে রবে,
বিষাদ মলিন তব করুণ ছবি,
মরম পরতে আঁকি' লইবে কবি

স্থল-কমল

হর্ষে নয়নে তব মাণিক জ্বলে,
বেদনায় আঁখি জলে পাষাণ গলে ;
ঠোঁটে হাসি চোখে জল,
আলো ছায়া অবিরল,
তারি মাঝে বসি শুধু দিবস যামি,
তব বন্দনা গীতি গাহিব আমি !

এ মরজগতে সখী দুখের বোঝা,
মাথায় বহিয়া সুখ যায় কী খোঁজা ?
আকাশের গায়ে গায়ে,
প্রভাতের মৃদু বায়ে,
কল্পনা লোকে দূর শূন্য পথে,
ভ্রমিয়া ফিরিব মোরা পুষ্প রথে !

·০ঃ*ঃ০·

স্মৃতির ব্যথা

এই সে গৃহখানি,
এই তো আঙিনা,
সকলি আছে শুধু
তাহারে দেখি না।

যেখানে যাহা ছিল,
সেখানে আছে তাই,
যাহারি লাগি এত
সে শুধু গৃহে নাই।

ঐ যে এক কোণে
মঞ্চ তুলসীর,
ঝরেছে পাতা তা'র
ভেঙ্গেছে মন্দির।

কে তা'রে তোষে বল
প্রভাতে বারি ঢালি,
কে দেবে নিতি সাঁজে
সন্ধ্যা দীপ জ্বালি ?

নিমেরি হাহাকার
বাতাসে বয় ধীরে,
শিশিরে ভেজা ফুল
বেদনা আঁখি নীরে,

স্থল-কমল

মাধবী কেঁদে মরে
বেদনা হাহাকারে,
কাহারি খোঁজে যেন
ব্যাকুলি কেঁদে মরে !

পড়িছে ঝরে ঝরে
শেফালি ফুলগুলি,
বসন রাঙিবারে
কেহ না লয় তুলি ।

মধুর স্মৃতি তা'র
রয়েছে কত লেখা,
কোমল মাটীপ'রে
চপল পদ রেখা ।

বরষ কেটে গে'ছে
বাদল বরিষণ,
মোছেনি আজো তা'র
লোহিত পরশন

সিঁথির সিন্দুর
কবে সে আন্‌মনে,
দেওয়ালে মুছে গেছে
রঙিল পরশনে,

লেগেছে কত ধূলা,
বয়েছে কত ঝড়,
মোছেনি আজো আছে
ল্ সুন্দর !

দিঘীর কালো জল
করিছে টল্‌মল্
কাঁপিছে, কাঁদিছে গো,—
কোথা সে বল্-বল্ ?

বাব্‌লা কাঁটা বনে
করিছে কানাকানি,
অলস অঞ্চল
করিবে টানাটানি ;

গ্রামের বাঁকা পথ
খুঁজিয়া মরে হায়,
চরণ চঞ্চল
পরশ মধু চায় !

*　　*　　*　　*

লোহার কাঁটাখানি
তাহারি মাথা বাঁধা,
লুকায়ে রাখি তা'রে
দিয়াছি কত ধাঁধা ;

স্থল-কমল

ফিরিয়া এস ওগো,
রেখনা অভিমান,
বুকেরি কাঁটা আমি
তোমারে দিব দান।

তোমারি বক্ষের
গন্ধ বুকে করি,
ত্যক্ত বাসখানি
রয়েছে আজো পড়ি,

শীতল পরশন,
মিলন দুরাশায়,
তাপিত বুকে তাহা
আঁকাড়ি ধরি হায়!

অলস এলোমেলো
শিথিল কেশপাশে,
বাঁধিয়া রেখে গে'ছ
গুচ্ছ অবকাশে

আজিও ভেসে আসে
তৈল বাস তায়,
শয়ন গৃহে মোরে
ডাকি'ছে ইসারায়।

মরণ মধু চুমে
পড়ে'ছ তুমি ঢ'লে,
ঐ যে ওইখানে
মলিন গৃহতলে ;

ভরসা আজো প্রাণে
সহসা উঁকি মারে,
তোমারি কঙ্কণ
ধ্বনিবে গৃহ দ্বারে !

কবে সে, কতদিনে ?
শুধু যে ভাবি তাই,
তোমারে পাব আমি
ফিরিয়া পুনরায় !

——:*:——

মৃত্যু বরণ

(উর্দ্দূ)

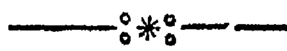
রাজকবি আসি প্রণমিল যবে,
নৃপতি শুধা'ল ধীরে,
"বহুদিন তব শুনি নাই গান,
মৌন কেন হে কবি ?"
কবি কহে, "রাজা, ভেঙ্গে গে'ছে বীণা,
ভুলে গে'ছি গান সব-ই,
ছলছল দুটী নয়নের জলে
মরিচা ধরেছে মীড়ে।"

হাসিয়া ভূপতি কহিল, "পাগল কোন রূপসীর রূপ,
অন্তরে তব জ্বালাল দারুণ প্রেম-পিয়াসার ধূপ ?"
কহে কবি তবে আনত বদনে,
"নাহি জানি মহারাজ,
শ্বেত পাথরের ঝরণার পাশে
কেয়া কুঞ্জের ফাঁকে,
ভুলি নাই আজো স্মৃতি তুলি যেন
বুক কেটে মোর আঁকে,
ছলছল দুটী কাজল নয়ন
দেখিয়াছি সেই সাঁজ !"

রোষানলে রাজা সহসা জ্বলিয়া কহিল, "বুঝেছি কা'রে,
দেখিয়াছ সেই নবীনা আমার বন্দিনী কারাগারে।

আমার প্রেয়সী যে রূপসী, তুমি
তাহার বিরহে দহ ?
ঘাতক হানিবে অসি তব শিরে ?
পাষাণ তলায় পিষে ?
শ্বাসরোধ হয়ে ? আগুনে পুড়িয়া ?
মাটিতে পুঁতিয়া ? বিষে ?
মৃত্যু তোমার শাস্তি তা হ'লে,
কেমনে মরিবে কহ ?"

"একবার দেখি অৰ্দ্ধ যে মৃত, আরবার দেখে কভু,
কহে কবি তবে, "কিবা প্রয়োজন, আপনি মরিব প্রভু !"



"আমি দিবনা যেতে

(R. Bridges)

সারাটি মাসের ভালবাসা তুমি এমনি করিয়া ভাঙ্গি',
অধরে অধর পরশি' ক্ষণেক জাগা'য়ে সুখের রেশ,
একটি মধুর চুম্বনে মোর গণ্ড দু'খানি রাঙ্গি',
মাগিছ বিদায় ? সে কি হয় হায় ! যাইতে দিবনা দেশ !

আবার আসিব বলি,
কচি কিশলয়ে হরষ জাগা'য়ে, মৃদুল দখিন হাওয়া ;
ফোটেনি এখনো আমার আশার শতেক কুসুম কলি,
যাওয়ার সময় হয়নি তোমার, এখন হবে না যাওয়া !

উদয় অচলে যদি গো তপন আর নাহি ওঠে হাসি',
অস্তাচলের আড়ালে লুকায় চিরতরে ম্লান বেশে,
মিথ্যার কোলে সত্যের আলো যদি নাহি ওঠে ভাসি,
হয়তো তখন তোমারে যাইতে দিতে পারি তব দেশে !

নীল নভ তলে চেয়ে দেখ ওগো ভিড় ক'রে তারা গুলি,
বাক্‌হারা হ'য়ে আমাদের পানে চেয়ে আছে তা'রা বেশ,
প্রহরীর মত কত কাছে কাছে হাজার নয়ন তুলি ;
কি সাহসে হায় বলগো তোমায় যেতে দিব আমি দেশ ?

চাঁদেরে হেরিয়া কয়েছি আমরা কত কটুকথা তা'রে,
আমাদের পানে চেয়েছে যখন ম্লান মুখে মৃদু হেসে,
এখনো তাহার আজ দেখা নাই, সহসা উঠিবে ভেসে,
কেমনে তোমায় দিব গো বিদায়, যাইতে বলিব দেশে ?

গাছে গাছে যবে কুঁড়িগুলি সবে নয়ন মেলিয়া চায়,
আশে পাশে তা'র ফোটা ফুলগুলি রূপ গৌরবে হেসে,
ভাবে আমাদের হয়েছে সময় চরণে লভিব ঠাঁই,
তবে কেন বল তোমারে বিদায় দিব আমি যেতে দেশে ?

শত বন্ধনে বাঁধিয়া তোমারে রাখিব আমি যে আজ,
তুমি যদি বল, বিদায় এখন আশা দিয়ে অবশেষে,
বাহু দুটি আমি বাড়ায়ে ধরিয়া রাখিব বুকের মাঝ,
আমি দিবনা তোমারে চলিয়া যাইতে তোমার আপন দেশে।



মধু বাসর

বাসরে ছিল বর, বধূটী ছিল পাশে,
বাহিরে উৎসুক সখীরা মৃদু হাসে ;
বিকল অর্গল, শিকল দিয়ে দ্বারে,
মুক্ত বাতায়নে গোপনে উঁকি মারে !

রঙিন রেশমীর বসন গুন্ঠিতা,
শয়ন পাশে বধূ সরম কুন্ঠিতা ;
ঘরের কোণে ক্ষীণ প্রদীপ আলো রেখা,
তখনো মুখখানি যায়নি ভালো দেখা।

সহসা ধরণীর বক্ষ কেঁপে উঠে,
যে যেথা পায় পথ প্রাণের ভয়ে ছোটে ;
সমুখে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া হেরি',
শিকল খুলে দিতে সহেনা কারো দেরী !

বক্ষমাঝে বর বধূরে নিল তুলি,
কেমনে যাবে হায়, বদ্ধ দ্বার খুলি ?
সহসা গৃহখানি ভাঙ্গিয়া হ'ল চুর,
বাতাসে গেল মিশে করুণ চাপা সুর !

স্থল-কমল

কতেক দিন পরে ভগ্ন স্তূপ রাশি,
মজুর একদল সরা'তে দেখে আসি',
মাংস গ'লে গেছে, বসন অঞ্চলে
জড়ায়ে আছে দুটী শুষ্ক কঙ্কালে!

রসাল তরু গায়ে মাধবী লতাসম,
বাহুর বন্ধন নিবিড় গাঢ়তম,
কত না নিরাপদে জড়ায়ে বাহু দুটি,
বধূর কঙ্কাল বরের বুকে লুটি'।

রক্তধারা ঝরি' বরের বক্ষের,
কাজল সাথে মিশে বধূর চক্ষের,
ধরার ভাঙ্গা বুকে আঁকিয়া আলিপনা,
রাখিয়া গেছে শেষ বিদায় স্মৃতিকণা!

সকল জীবনের সোহাগ একঠাঁই,
এমন করি কোন সোহাগী বল পায়?
যদিও জেগেছিল মরণ ভয় বুকে,
মরিল তবু তা'রা মিলন মহাসুখে!

বিরহহীন সেই মিলন মহাপীঠে,
প্রকৃতি মাথাঠুকে কাঁদিছে ভাঙ্গা ইটে,
দারুণ অনুতাপে মানিছে পরাজয়,
বেতাল বায়ে বাজে শঙ্খ জয়! জয়!

-:o:-

বাধা

সারাটা দিন শুধু বহে সে কয়লা,
কুলির কালো মেয়ে,
সারাটী দেহ ছেয়ে
ভরিয়া গেছে ধূলা, কালি ও ময়লা।

অলস খোঁপা বাঁধা চিকণ অলকে,
মাথাতে বারবার
তুলিয়া লয় ভার,
ফেলিয়া আসে দ্রুত আঁখির পলকে।

যৌবনোদয় সারা দেহটী ব্যাপিয়া,
কাঁচের মালা গলে,
উচল্ বুকে দোলে,
নিটোল দেহ উঠে বিবশে কাঁপিয়া।

হলুদে রাঙা বাস ঘেরিয়া অঙ্গে,
নিপুণ ছাঁদে বাঁধা,
বক্ষ ঢাকি আধা,
গমন চঞ্চল অরূপ রঙ্গে।

‘পরশ ভাবি কা’র, চলিতে থমকি,
আপন বাস গায়ে
লাগিলে মৃদু বায়ে,
পিছনে চায় ফিরে সহসা চমকি।

মহুয়া নেশা জাগে আয়ত নয়ানে,
পাণের রসে রাঙা
অধরে ভাঙা ভাঙা
বিকাশে মৃদু হাসি ফুল্ল-বয়ানে।

বিলাসপুরি কুলি শ্যামলী কন্যা,
কয়লা বহে যদি
কাটিবে নিরবধি,
বিফল যৌবন গরব ধন্যা !

চপল দিঠি মিছে কাজল আঁখিতে,
যদি না আঁখি বাণে
কাঁপন কভু আনে,
তরুণ কোন প্রাণে শায়ক হানিতে !

‘হপ্তাবারে’ যায় সকলে বাজারে,
সখীরা খুঁজে ফিরে
আপন বঁধূটীরে,
বাসনা তারো জাগে হৃদয় মাঝারে।

পাহাড় সম বাধা সমুখে তাহারি,
যে জনা ভালবেসে
পালাল অবশেষে,
মালাটী গলে দোলে, দেওয়া যে তাহারি

নিগূঢ় বন্ধন রয়েছে ঘিরিয়া
মনের চারিধারে,
কেমনে বল তারে
সহসা অবহেলে ফেলিবে ছিঁড়িয়া ?

কেমন করে "ভাব" অপর জন সাথে,
বিদেশী বঁধুয়ায়
যদি না দেখা পায়,
যদি না ফিরে দেয় মালাটী তার হাতে ?

ঃ০ঃ

স্মৃতির দাগ

প্রবাসে কতদিন সহিয়া কত ক্লেশ,
ফিরিয়া এনু যবে আপন গৃহদেশ,
গ্রামের বাঁকা পথে, সাঁজের দীপ হাতে,
শুধাল শুধু হেসে "ছিলে তো ভাল বেশ" ?

সেদিনও সাঁজে পুনঃ গ্রামেরে পিছু রাখি,
প্রবাসে ফিরি যবে চমকি চাহি দেখি,
কলস ছিল কাঁকে, সলাজ জোড়া আঁখে,
সজল ভাষে মোরে বিদায় দিল ডাকি।

কভু সে বাঁকা পথে ফিরেছে যদি আর,
এখনো মনে হয় দেখা কি পাব তার ?
শিবের ভাঙ্গা মঠে, নদীর বাঁধা ঘাটে,
"অভাগী বেঁচে নাই" কে বলে বার বার ?

আলোক উজ্জ্বল তাহারি রাঙা মুখ,
কি রঙে রেঙে গেল আমার এ সারা বুক ?
সলাজ জোড়া দুটী কাজল আঁখি-জল
বুকে যে জ্বেলে গেল দারুণ দাবানল।

এখনো ক্ষণে ক্ষণে পিছনে চেয়ে দেখি,
কুশল কিছু মোর, শুধা'বে কেহ না কি ?
ওই যে দীপ হাতে, ওই যে চ'লে যায়,
দেখিনু এই যেন, আর না দেখি তায় !

:o:

জাপানী আয়নাখানি।

অনাদরে আজ রয়েছে পড়িয়া
জাপানী আয়নাখানি,
অতীতের ভা'র গৌরবে ভরা
বহু কথা আমি জানি।

পীত সাগরের পার হ'তে এসে
বাঙলা দেশের ঘরে,
সমাদরে বড় পেয়েছিল ঠাঁই
শ্যামলী বালার করে।

জন্মতিথীর বিবরণ কিছু
পিঠে ছিল তার লেখা,
ধূলা ও বালিতে ঢাকা পড়িয়াছে
যায় নাকো ভাল দেখা ;

শিথিল হয়েছে কাঠের ফেরেম্
ধূলায় ভরেছে বুক,
আর নাই তার সেই আগেকার
রূপের গুমোর টুক্।

(২)

আজ কত কথা, প্রাণে দেয় ব্যথা,
হেরিয়া আয়নাটিরে,
বুকের তাহার জমাট আঁধার
ধুতে চাই আঁখিনীরে !

বাহুতে জড়ায়ে কাঁচখানি তার
ধরিয়া রাখিতে চাই,
প্রিয়ার মুখের রেখা তা'র বুকে
হেরি যেন আব্‌ছায় !

বুক ফেটে গেছে মুখ ফোটে নাই,
বলিতে পারেনি যাহা
বক্ষে তাহার নীরব ভাষার
লিপি লেখে গেছে প্রিয়া,

শত স্মৃতি রাঙা একখানি ভাঙা
পুরাতন আয়নায়,
মোর প্রেয়সীর শুভ-দৃষ্টির
আঁখির ঠিকানা পাই।

(৩)

শুভ বিবাহের অধিবাসে প্রিয়া,
প্রথম পেয়েছে যাহা,
নিরজন বাসে অনাদরে আজ
পড়িয়া রয়েছে তাহা।

স্থল-কমল

সমুখে পাতিয়া বাঁধিত অলক
সিঁথিতে সিঁদূর দেছে,
যতনে কপালে আঁটিত টিপটি
কাঁচপোকা বেছে বেছে।

খোঁপাটি সাজাতে টগর মালাতে
হো'ত নাকো ভুলচুক ;
পান রসে রাঙা হাসি ভাঙা ভাঙা,
হেরিয়াছে নিজ মুখ।

আমলার তেলে পিছল্ আঙুলে
বুক ভরা তার দাগে,
আজো যে প্রিয়ার কেশ রচনার
অবসর মনে জাগে।

সরসীর জলে না পেয়ে কমলে
মৃণালের ছায়া হেরি,
মম আঁখি অলি কাঁদিছে ব্যাকুলি,
শেষ স্মৃতি তার ঘেরি।

যৌবন যার পড়েছিল বাঁধা
নিরমল্ তার বুকে,
সে যে আজ নাই তাই কি ব্যথায়
ম্লান হয়ে গেছে দুখে ?

-:০:-

পতিতা

১

রূপের পসরা বহিয়া মাথায়
গৃহের বাহিরে এসেছি কবে ?
দরদী বন্ধু শুধা'লে যখন,
তখন তোমারে বলিতে হবে।
অতীত দিনের কাহিনী যতেক,
একটী নিশার অতিথি মোর,
শুনিতে তোমার হ'বে অবসর ?
পোহাবে রজনী, হবে যে ভোর !
যে আশায় তুমি এসেছ হেথায়,
লালসায় ভরা চিত্ত নিয়ে,
মম-যৌবন-মধু আহরণে,
ফিরে যাবে কেন গরল পিয়ে ?
বোতলের লাল সিরাজীর রঙে
রঙিন তোমার প্রমোদ নিশা,
আমার বিষাদ সিন্ধুর নীরে,
হয়তো ব্যথায় হারাবে দিশা।
রূপের পণ্য রেখেছি সাজায়ে
মম যৌবন বিপণি ভরি',
যদি কুতূহলে মোর উপকুলে
অজানা বন্ধু ভিড়ালে তরী,

রূপের বণিক অভিসারে এসে
নিরাশায় কেন ফিরিয়া যাবে ?
হয়তো অদ্য রজনীর ক্ষতি
স্মরিয়া প্রভাতে লজ্জা পাবে !

শুনিবে তবুও ? তবে শোন বলি,
আমার কাহিনী তোমার পাশে
নিয়তি হয়তো নিরালায় আজো
মোর পানে চেয়ে নীরবে হাসে !
পল্লীর বালা, পল্লীর বুকে,
শান্ত নিবিড় সুখের গেহে,
আমিও ছিলাম আর সবাকার
মতন মায়ের আদুরী মেয়ে ;
ভোরের বেলাতে কুসুম কুড়া'তে
আলোকে আঁধারে চলিতে ছুটে,
যদি কোন দিন কেঁদেছি ব্যথায়
পথের কাঁটাটি চরণে ফুটে,
আদরে বক্ষে তুলে নিত পিতা,
ভাই এনে দিত ফুলের রাশি,
চাঁদের জ্যোছনা ম্লান ক'রে দিত,
বলিত সকলে আমারো হাসি।

করেছি কতই কুমারীর ব্রত,
শিবের চরণে দিয়েছি ফুল,
আজ মনে হয়, হয়তো তাহার
সকল মন্ত্র বলেছি ভুল !
আমারো সিঁথীতে সতীর সিঁদূর
নবারুণ রাগে শোভিত ভালো,
স্বামী কল্যাণ কামনায় নিতি,
তুলসী মঞ্চে জ্বেলেছি আলো।

৩

দোষ নাই মোর সে কথা বলিলে,
বিশ্বাস কেন করিবে তা ;
ব্যাধের শায়কে বিদ্ধাহরিণী
বিপথে কেন সে বাড়ালে পা ?
কিন্তু বন্ধু, তুমিও পুরুষ,
পুরুষের হ'য়ে বলিতে পারো,
আমারে বিপথে আনিল যে জন,
দোষ কি কিছুই নাহিক তারো ?
গরীবের ঘরে গরীবের বধূ,
কেন সে ফেলিয়া স্বর্ণজাল,
বিপথে ভুলায়ে আনিল আমারে,
ভাঙ্গিল কপাল সর্ব্বকাল ;

হয়তো সে আজ সংসার মাঝে
সুখে করে বাস সবার সাথে,
আমি কেন পথে কাঁদিয়া বেড়াই
রূপের পসরা বহিয়া মাথে ?
আমিও হয়েছি জননী, কিন্তু
বুকের মাণিক নীরবে লাজে,
জঞ্জাল সম ফেলিয়া দিয়াছি
নিশার আঁধারে পথের মাঝে ;
পীযূষ গালিয়া পয়নালা পথে
নিত্য দিয়াছি কত যে ফেলে,
এক ফোঁটা তার পেলে কচি মুখে,
হয়তো চাহিত নয়ন মেলে !

৪

যুগে যুগে নারী পতিতা ত্যক্তা,
নর কভু হায় পতিত নয়,
নারীর সর্ব্বনাশের সাধনে,
তাইতো নরের জাগে না ভয় !
তাদের আসন রহে অবিচল,
সুখ নীড় ভেঙ্গে বেড়ায় যারা,
নারীরা চপল ছলনায় ভরা,
সমাজের ক্ষমা পায় না তারা।
নর এনে নারী ঘরের বাহিরে
সুখে ফিরে যায় আপন বাসে,

পিছু ফিরে আর কভু কি তাকায়
স্রোতের তৃণটি কোথায় ভাসে ?
দিনের ঘৃণিতা, রাতের বণিতা,
পঙ্ক তিলক ললাটে আজ,
পতিতা নারীরে হেরিয়া কখনো
পতিত নরেরা পায় কি লাজ ?
চঞ্চল কেন ? চলে যাবে বঁধূ ?
দাঁড়াও খুলেদি বদ্ধ দ্বার,
বৃথা এলে আজি আমার কুঞ্জে,
ফিরে লহ তব মুদ্রা চার।

·:∘:·

পরমতীর্থ

১

বিন্দুর মা'র আর কেহ নাই, দুখিনী বিধবা মেয়ে,
বিঘে দুই জমি, কোন মতে কাটে আধ পেটে দু'টো খেয়ে ;
অবসর-কালে পৈতা কাটিয়া, পেটে সহি ক্লেশ কত,
সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি টাকা দেড় দুই শত !

২

ফাল্গুন মাসে ব্রজবাসী এক পাণ্ডা আসিল গাঁয়,
ভক্তি-প্রণত গ্রামবাসী সবে জুটিল তাহার ঠাঁই ;
তীর্থে এবার কে-কে যাবে দেখ, উঠিল যখন কথা,
সকলের আগু বিন্দু-জননী আসিয়া জুটিল তথা।

৩

শুভদিন দেখি মুড়ি-চাল বাঁধি জন কুড়ি এক সাথে,
গাড়ী ধারবারে বাহির হইল শ্রীহরি স্মরিয়া প্রাতে ;
গ্রাম-সীমানায় এসে দেখে তা'রা দীন কাসেমের কুঁড়ে,
দগ্ধ ছাইয়ের স্তূপ একরাশি—বেবাক গিয়াছে পুড়ে !

৪

ছেঁড়া-কাঁথা আহা তা'ও গেছে পুড়ে, কাঁসার দু'খানি থাল,
ঘড়া ঘটী যাহা ছিল সব হল পোড়া পিতলের তাল ;
ছেলেগুলো কাঁদে ক্ষুধার তাড়নে, কাসেম ভাবিছে বসে,
হায় ভগবান, শাস্তি এ দিলে কোন্ জনমের দোষে ?

৫

মুখে নাই কথা, বুকভরা ব্যথা কাঁসেমের আঁখি ফুটি ;
পরমানন্দ তীর্থ-গামীর চরণে পড়িল লুটি…!
ডাকিতে সাহস হয়না পিছনে, এগুতে সাহস তা'র,
বুকে নাই বল, শুধু আঁখি জল, বুকভরা হাহাকার।

৬

থমকি দাঁড়ায়ে বিন্দুর মাতা জানিনা কি নিজ মনে
নিমেষের মাঝে ভাবিয়া লইল, অতঃপর সেই ক্ষণে,—
অঞ্চল হ'তে খুলিয়া বাঁধন যাহা ছিল কিছু তা'র,
কাসেমের হাতে সব দিল দান, দেখিল না আরবার।

৭

পাণ্ডা কহিল, "ক্ষেপেছিস নাকি ? তীর্থের নামে কড়ি,
যবনেরে দান, মরিবি এখুনি রক্ত যে বমি করি…!"
নীরবে সহিয়া বিন্দুর মাতা সেথোদের উপহাস,
কহিল হাসিয়া, "ফিরিলাম আমি, তোরা যেতে হয় যাস্।"

৮

গৃহ হীনে যদি গৃহ পায় বাবা, নারায়ণ সেথা বাঁধা,
সুদূর তীর্থে কাজ নাই গিয়ে, মিটিয়াছে সব ধাঁধা ;
কে যেন বলিল, কাসেমের কুঁড়ে পুরী, প্রয়াগের সম,
তীর্থের সেরা তীর্থ সে হবে পরম তীর্থ মম !"

·ঃ০ঃ·

বিষ্ণুপ্রিয়া

ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ মুণ্ডিত শিরে দীর্ঘ শিখা,
শুভ্র-ললাটে জ্বলিছে দীপ্ত কেশবভারতী-দত্ত টীকা ;
কঙ্করময় রাজ পথে পথে নৃত্যে চরণ কমল ক্ষত,
নিমাই ফিরেছে নদীয়ায় পুনঃ, নগরবাসীরা ছুটিছে যত !

বিরহ অনলে জ্বলিয়া কেটেছে কতনা দীর্ঘ দিবস রাতি,
বিষ্ণুপ্রিয়াও স্বামী দরশনে সবাকার সাথে হয়েছে সাথী ;
নিতাই আসিয়া কহিল কাঁদিয়া নয়ন সলিলে ভাসায়ে বুক,
"নিঠুর গৌর করেছে আদেশ, হেরিবে না দেবী তোমার মুখ।"

"প্রভুর আদেশ এই পথ হ'তে তুমি শুধু গৃহে ফিরিয়া যাও,
যে বেদনা দিনু অভিশাপ তা'র শির পেতে ল'ব জননী দাও।"
মন্থরগতি চলে গেলে সতী নীরবে শূন্য কুটীরে ফিরে,
লুটা'য়ে পড়িল স্বামীর ত্যক্ত পাদুকা দু'খানি ধরিয়া শিরে।

ত্রিজগৎ হ'তে পৃথক আমারে বর্জ্জন যদি করিল স্বামী,
তবে কেন তা'র পূণ্যের পথে কণ্টকসম রহিব আমি ?
বল্লভা আমি সব চেয়ে তা'র, তাই মোরে ত্যাগ করেছে আগে,
গৌরব সে যে আমারি সকলি, মিছে কেন প্রাণে বেদনা জাগে ?

ওগো প্রিয়তম, সন্ন্যাসী তুমি, সংসার ত্যাগী বিরাগী আজ,
আমারে হেরিয়া সাধনা তোমার বিফল হলে যে আমারি লাজ ;
সাধনা আমার আরো সুকঠিন, ফেলিবনা ভুলে নয়ন জল,
প্লাবনে তা'র হয়তো তোমার ভেসে যা'বে যত মনের বল।

আপনার আছে অধিক বলিয়া, তাইতো আমার অসীম ধন,
সবাকারে আমি বিলায়ে দিয়াছি তৃপ্ত করিতে জগৎ জন ;
চরণ ধূলার পরশে যাহার পাপী তাপী পায় হেলায় ত্রাণ,
আমি যে তাহারি শ্রীচরণরেণু ভাবিয়া নাচিছে পুলকে প্রাণ!

চাহিনা চোখের মিথ্যা মিলনে, জগৎ তোমারে হেরিবে যবে,
শতেক নয়নে আমারি কাতর করুণ মিনতি হেরিও তবে ;
অন্তর মাঝে পূর্ণ ভাবে যে তোমারে পেয়েছি হৃদয় স্বামী,
জীবনে মরণে ও দু'টি চরণে ধূলি সম হ'য়ে রহিব আমি !

·ঃ০ঃ·

বৃদ্ধকবি

[VICTOR PLARR]

১

বৃদ্ধকবির মর্ম্মব্যথায়
নয়নভরাজল,
শাঙন মাহের ভরাগাঙের
দুকূল ছল্ ছল্ !

২

আরতো রে হায় যায়না দেখা
লক্ষ যুগের চিহ্ন রেখা,
সবুজ শ্যামল পথটী বাঁকা
শিশির টলমল্ !

৩

নবীন কবির নিঠুর পরশ
তুলির ছোঁয়ানি,
ফেল্‌লে মুছে সকল তাহার
অতীত কাহিনী।

৪

চোক রাঙিয়ে বলে পাগল,
ফেল্ ছিঁড়ে সব দুর্ব্বাশ্যামল,
নূতন রকম বাঁধি পিছল
পাঁথর গাঁথনি।

৫

বৃদ্ধকবির কণ্ঠ নীরব,
অশ্রুভরা চোক,
ভাবে কেবল অতীত ভোলা
এই কী নবালোক ?

ঃ০ঃ

দেবপূজ

(কবির)

ভক্ত কহিল, "দেবতা, তোমার স্বর্ণ দেউল হবে,
হীরক খচিত মূর্ত্তি বিশাল দিক্ উজলিয়া রবে।"
দেবতা কহিল, হাসিয়া, ভক্ত, এই কি তোমার ভক্তি
কেমনে সহিব সে পূজা তোমার ভক্তির ছলে শক্তি!"
ভক্ত কহিল, "দেবতা, তোমারে কেমনে পূজিব বল ?
দেবতা কহিল, "অনাথ আতুরে প্রেম সুধা শুধু ঢাল

—ঃ০ঃ

শূদ্র

বেদের অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ দ্বিজ যবে কাটে দিন,
তর্ক ন্যায়ের কূট জালে পড়ি ভেবে মিছে তনুক্ষীণ ;
মুক্তির পথে যুক্তির কথা মিলিল না খুঁজে তার,
পাহাড়ে পাথরে মাথা ঠুকে ফেরে রুদ্ধ সকলি দ্বার !

নীচ কুলজাত হীন অধম তুমি ? কোথা পেলে হেন যুক্তি,
'শিব সব জীব', তাহারি সেবায় মহা এ কারার মুক্তি ;
সারা এ-বিশ্ব তব মহারাজ, তুমি শুধু দাস তা'র,
নিয়েছ মায়ের কোটি পুত্রের জীবন মরণ ভার।

কত অপমান কত ধিক্কার, কত পদাঘাত বক্ষে,
মৌন হে মুনি সহেছ সকলি সজল আনত চক্ষে ;
লোভ দ্বেষ হীন মহাবীর তুমি, বিনয়ের অবতার,
ব্রহ্মপদের অংশ যে তুমি, তোমারে নমস্কার !

ব্রাহ্মণ কবি নতশিরে তাই তব পাশে মাগে ভিক্ষা,
বিনয়ের মহামন্ত্রে হে গুরু, দাও জগতেরে দীক্ষা !

:০:

নারী

ভূতলে অতুল সৃষ্টি ধাতার ও তোমার সৃষ্টি নারী,
স্নিগ্ধ আঁচল ছায়ায় করেছ বিশ্বেরে সংসারী,
স্বর্গের দেবী মর্ত্তের ঘরে তুমি যে জ্বালাও আলো,
তোমার স্নেহ ও প্রীতির পরশ সকল হইতে ভালো।

তোমার মহিমা চির অজ্ঞাত, বিধাতার আজো ভুল
তোমারে বুঝিতে পারিল না কভু, তুমি যে কিসের মূল
বহুরূপে তব বহুরূপ দেখি, শান্ত করুণ মূর্ত্তি ;
রক্তলিপ্ত অঙ্গে তোমার রণোন্মাদের স্ফুর্ত্তি !

তুমি যে জননী, প্রেয়সী, ভগিনী, তুমি যে সচীব সখী,
ধন, সম্পদ, জীবন আমার, তোমারে ভরসা রাখি।
সুখে দুখে তুমি সোহাগী দরদী, তোমার অশ্রুজল
বিপুলা ধরার বুকে বাজে তাও, দুলে উঠে টলমল !

পুত্রের লাগি হেসে দাও তুমি বুকের রক্ত চিরে,
অঞ্চল দিয়ে বেঁধেছ নয়ন অন্ধ বঁধূর তরে।
দুর্গম বনে কান্তের সনে সহেছ কতই দুখ,
রাজনন্দিনী ভিখারী স্বামীরে লভিয়া বরেছ সুখ !

জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ তোমার সতীর গরিমাখানি,
অপমানে তা'র স্বামীরেও তুমি দেখাও খড়্‌গপাণি।
শান্ত স্নিগ্ধ নয়নে তোমার আগ্নেয়গিরি জ্বলে,
মহাদেবী তুমি, দৈত্যদানব পিষিত চরণ তলে !

তুমি শুধু নারী ? শক্তিরূপিনী দুর্ব্বলে দাও বল,
অমৃত যাও বরষিয়া তুমি পরশিয়া অঞ্চল।
স্নেহময়ী তুমি অন্নপূর্ণা, তোমার প্রসাদ পুণ্য,
বসুধা মিটায় ক্ষুধা আপনার সকল অভাব দৈন্য।

মা'র মন্দিরে বাজেনি এখনো শঙ্খনাদের রব,
জাগেনি বসুধা রহিয়াছে তায় ঘুমায়ে এখনো সব,
আসিবে সেদিন জাগিয়া উঠিবে শক্তিরূপিনী নারী,
কুসুম কোমল চরণে পিষিয়া মরিবে অত্যাচারী !

-ঃ০ঃ-

কবিগুরু

কবির গুরু, কবির গুরু, তোমায় করি নমস্কার,
পূত পদের পূণ্য ধূলি, তাইতো দীনের পুরস্কার !
ভক্ত যখন রিক্ত হাতে তোমার দ্বারে দাঁড়িয়ে,
সুবাস ভরা "গীতাঞ্জলি" দিলে দু'হাত ভরিয়ে !
তোতাপাখীর মতই তাহা কণ্ঠে কেবল গুঞ্জরে,
তাহাই দিয়ে ধ্যান করেছি মানস ধাতার অন্তরে,
বাঙ্লা মায়ের মনের মানিক, বুক জুড়ানো ধন,
কাজল আঁখির অশ্রু আঁকা সোনার "বিসর্জ্জন !"
"গোরা" তোমার ঘরে ঘরে লক্ষ গোরা কর্ব্বে না ?
"চোখের বালি" কুড়কুড়িয়ে হিংসুকেরা মর্ব্বে না ?
বাঙ্লা মায়ের অনেক ছেলে, এইতো কথা সত্যি গো,
সবাই দেখায় আপন আপন প্রাণের যেমন ভক্তি গো।
কে শুনেছে "মুক্তধারা" মায়ের এমন মিষ্টি বুলি
সোনা বলে মাতৃপদের মাথায় তুলে পূণ্য ধূলি
দেশ-বিদেশে ক'রলে প্রচার মায়ের গানের রাগরাগিনী,
স্তব্ধ হ'য়ে শুন্ছে বসে পাতাল দেশের নাগ-নাগিনী !
চীন জাপানে মগের দেশে এইতো মোটে দিন কত,
বিলিয়ে এলে মায়ের মুখের পারিজাতের বাস যত !
বিধির স্বষ্টি ন্যায় বিধান, অবাক্ এ যে ক'রলে জয়,
পাঁচটা ঋতুই উল্টে গিয়ে ফাগুন নিয়ে বর্ষক্ষয় !

তোমার বনের করবী ফুল স্বর্ণ চাঁপায় চোখ ঠারে,
"ঘরে বাইরে" বাজছে কি সুর "বৈতালিকের" "একতারে ?"
তোমার গানে গাইছে কোয়েল হর্ষে কানন প্রান্তরে,
শুষ্ক ডালে ফুলের ডালি তোমার গানের মন্তরে !
ওগো গুণিন, কে তুমি গো, কোথায় তোমার ঘর,
স্বর্গ হতে দেখতে এলে মর্ত্ত্য কেমনতর—?
তোমার পূত পায়ের ছোঁয়ার মর্ত্ত্যও যে স্বর্গ গো,
বিমল গানের নিঝর ধারায় অলক নদী বইছে গো !

·:⁕:·

অযাচিত দান

বৃদ্ধ জাল ফেলে নদীর জলে,
মেয়েটি তীরে ব'সে তরুর তলে ;
বিশ্ব সংসার
শূন্য সব তার,
সকলে একে একে গিয়াছে চলি,
বৃদ্ধ বেঁচে শুধু মরণে ছলি !

কি যেন মনে ক'রে করুণা ঢালি,
রেখেছে ভগবান কুটীরে জ্বালি
বংশে আলোক্ষীণ,
বয়স মোটে তিন
ক্ষুদ্র নাতনীটি, শ্যামল বর্ণা,
বুড়োর মরু বুকে মধুর ঝরণা

ছায়ার সম সাথে সতত থাকে,
দেখে নাই পিতারে, জানেনা মাকে ;
বুক ভরা মমতা,
'দাদু' তা'রে দেয় তা,
মায়ের কোল দিয়ে, পিতার স্নেহে,
রাখিয়াছে বালিকার অঙ্গ ছেয়ে !

ভাদ্রের মাঝা মাঝি বাদল করি,
নদীতে এল বান দুকুল ভরি ;

বালুচরে যাব আজ,
তোর গিয়ে নাই কাজ,
াদা বাদলে, ধানের ক্ষে
পড়ে যাবি, পারবি না তুই যে যেতে।
“বিম্‌লি ও কম্‌লিরে” দিচ্ছি বলে,
তাদের সাথে খেল্‌, যাস্‌না জলে ;
হাটের পথ ঘুরি
আনিব রাঙা চুড়ি,
পরিয়ে তা’ দেব তোর কোমল করে,
সন্ধ্যা না হ’তে আমি ফিরিব ঘরে।

খেয়ার পরে খেয়া দেয় সে খালি,
মাছ নাই উঠে শুধু কাদা ও বালি ;
ঘরে ফিরে কেমনে,
যাবে চুড়ি না কিনে ?
সূর্য্য ঢ’লে পড়ে অস্তাচলে,
ও পারের কুটীরে সন্ধ্যা জ্বলে !

সহসা লাগে ভারী জালটি তা’রি,
মোটা মাছ ? বৃদ্ধের হর্ষ ভারি ;
কৌশলে জাল তুলি,
দেখে সে আঁখি খুলি,
শ্যাওলা মাখা মুখে চোকেও গালে,
নাতনীর মৃতদেহ ধরেছে জালে !

স্থল-কমল

আকাশের পানে বুড়ো নয়ন তুলে,
কহিল, হে ভগবান, কি দিলে ভুলে ?
সব আশা অবসান,
অযাচিত তবদান,
যাহা তুমি দিলে আজি আমারে স্মরি,
নিষ্ঠুর লহ ফিরে করুণা করি !

-ঃ০ঃ-

নিবৃত্তি

[ভক্তমাল]

ক্ষীণ দীপশিখা গৃহ কোণে জ্বলে,
রামানন্দের পাদুকার তলে
নির্জনে বসি', ভাসি' আঁখি জলে
কবীর জপিছে নাম ।

সহসা শুনিল পশ্চাতে তা'র,
যেন কঙ্কণ মৃদু ধ্বনি কার,
খর নিশ্বাস বহে বারবার
নাচা'য়ে অলক দাম !

নয়ন ফিরায়ে দেখে যদি চেয়ে,
পিছনে দাঁড়ায়ে সুন্দরী মেয়ে,
যৌবন সারা অঙ্গটি ছেয়ে
নাচিছে পুলক লাস্যে,

উচল্ বক্ষে শোভে নীলবাস,
চপল্ চক্ষে জাগে পরিহাস,
অধরে মধুর হাসির বিকাশ
ফুল নিন্দিত আস্যে।

চিত্র পুতুলি যেন আঁকা পটে,
সুনীল সায়েরে শতদল ফোটে,
নীরবে দাঁড়ায়ে কথা নাই ঠোঁটে,
কমল নয়নে চাহি।

কবীর সুধা'ল, "কেগো তুমি এলে,
অঙ্গনে মম অমৃত ঢেলে,
আঁধারে রূপের শত শিখা জ্বেলে,
জ্যোছনায় অবগাহি?"

অধরে মধুর বঙ্কিম হেসে,
গদগদ মধু সুমধুর ভাষে,
কহে সুন্দরী সম্মুখে এসে
বীণানিন্দিত স্বরে,

"হে ঠাকুর তুমি আমারে জাননা,
আমি নগরের নাগরী প্রধানা,
শত শেঠ মোর করে আরাধনা
আমারি প্রেমের তরে;

৫

মতিমরকত, ভূষণ, বসন,
কাঞ্চন আনি দেয় অগনন,
যদি চাহি শুধু্ তুলিয়া বদন
ভালবাসিবার ছলে !

অভয় যদি গো দাও তুমি তবে,
মনের বাসনা এ অধীনা ক'বে—
একটি রজনী শুধু্ হেথা রবে
তব শয্যার তলে !

দাও মোরে তব সহবাস দান,
বিনিময়ে তার মম মন প্রাণ,
রূপ-যৌবন সম্ভ্রম-মান
ওই পদে দিব ডালি—"

কবীর কহিল, যোগাসন ছাড়ি',
"ভুল করিয়াছ তুমি সুন্দরী,
সে বাসনা তব মিটা'তে কি পারি
আমি বৈরাগী খালি !

ফিরিয়া চলেছ ? নিরাশিত মনে,
ছলছল দু'টি সজল নয়নে !
রমনীমোহন আছে গৃহ কোণে,
তোমারে মিলা'ব আমি ;

রসিক নাগর সেথা পীতবাসে,
গলে বনমালা মৃদু মধু হাসে,
যাও নারী ওই নটবর পাশে
বঞ্চহ মধু যামি।”

সারাটি বরষ পূজি নটবর,
ফাগুনের এক সন্ধ্যার পর,
চঞ্চল তা'র সারা অন্তর,
কামনা জাগিল মনে,

পাষাণ ঠাকুরে পূজিবে না আর,
সঙ্গম সুখ প্রাণ চাহে তার,
আকুল বাসনা মনে বারবার
মিলিতে কবীর সনে!

পায়ের নূপুর রেখে দিল খুলি,
বদন ঢাকিল অঞ্চল তুলি,
ধীরে কবীরের গৃহদ্বার খুলি
দেখে বিস্ময়ে শেষে,

কোথায় কবীর? সেতো নাই ঘরে,
“ভুবনমোহন” দিক আলো ক'রে
পাষাণ ঠাকুর শয্যার পরে
নবজলধর বেশে!

"কবীরে চেয়েছি মন প্রাণ ভ'রে,
তাই দেখা প্রভু দিলে তুমি মোরে,
ফিরিব না ঘরে, দিলে দয়া ক'রে
অন্ধনয়ন খুলি,

কবীরে ঠাকুরে ভেদ কিছু নাই,
হে ঠাকুর ভাল বুঝালে আমায়,
এ দেহ আমার তোমার সেবায়
যদি লাগে লহ তুলি !"

-:০:

যাচনা (সাদী)

তোমার ভূবনে,
দূরে এক কোণে,
রহিয়াছি দেব পড়িয়া,
লোকালয়ে তবু
যাবনা হে প্রভু
তুদিনের লাগি সরিয়া !
সেথায় সকলি
ছলনা কেবলি,
ভাল বাসাবাসি মিছে,
সুখের আশায়,
শুধু তুখ পায়,
তুমি সুখ দিও পিছে !

-:০:-

বাংলার চাষী

পায়ে পড়ি, খাঁ জি, আজ ফিরে যাও, এই মাসে শেষ দিকে,
শোধ দেব দেনা বেচিয়া হালের পেয়ালা বলদটিকে,
দশ টাকা দিয়ে কুড়ি টাকা নেবে, সুদে ও আসলে ধরি,
গলা টিপে তবে মেরে দাও মিয়া, তিলে তিলে কেন মরি ?
বিরাট ওই বুকে নাই দয়া মায়া, মিঠে বুলি নাই ঠোঁটে,
কাব্‌লী পাহাড়ে দেখনি সাহেব ঝরণার ধারা ছোটে !
বাপ পিতামহ জন্মে যেথায় বড় হ'ল হামা টানি,
কত পুরুষের চরণের ছাপে পুণ্য সে কুঁড়ে খানি ;
ভূস্বামী তুমি বাকী খাজনায় নীলামে উঠালে তায় !
ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথা কাটি কাল এই ভরা বরষায় ?
দীনের দয়াল গরীবের বাপ, পায়ে পড়ি রাজা তোর,
ধর্ম্ম দেবেন ধন, যশ, মান, কুঁড়েটুকু দাও মোর !
বোদ্যি-মশায় বাঁচবার আর কোন আশা মোর নাই,
এই কালাজ্বরে মরেছে সে দিন ছিদামের ছোট ভাই।
ম্যালেরিয়া হ'ল পেট জোড়া পিলে, জোটেনা ওষুধ পথ্য,
ঘরে ঘরে জ্বরে একে একে মরে, কে লয় কাহার তথ্য ?
"ভিজিট" তোমার কোথা পাব বল ? মরণের মুখে ফেলে,
সম্মান তব হ'ল না'ক ঠিক বলিয়া যেওনা চলে !

বড় ছিল আশা হ'বে দুটো ধান, পাওনাও দেনা দিয়ে,
সুখে দুখে দিন কাটিবে দু'বেলা এক সন্ধ্যাও খেয়ে,
পুঁতবার মুখে হ'লনাক জল, পাকবার কালে রোদ,
যাহ'ল ফসল, বেচিয়া সকল রাজারই খাজনা শোধ।
ঢাকিতে লজ্জা জোটেনা কখনো ছিন্ন বসন বই,
মরণ অভাবে বাংলার চাষা আমরাই বেঁচে রই !

——:০:——

প্রতিভাস

শার্দ্দূল পাঁড়ে নাম তার বটে পশ্চিমা ভোজপুরী,
বিশাল বিপুল আকৃতি হেন দশ গাঁয়ে নাই জুড়ি ;
মুণ্ডিত শিরে বিরাট পাগ্‌ড়ী, চোখ দু'টি সদা লাল,
লম্বা গোঁফের ফাঁকে হাসি কেহ দেখে নাই কোন কাল।

এক হাতে দেয় গোঁফে সদা চারা আর হাতে মোটা লাঠি,
নৌকার মত নাগ্‌রা চরণে, চলনে কাঁপায় মাটি ;
মানুষে কুকুরে সমভাব তার বড় নিষ্ঠুর প্রাণ,
জমিদার বাড়ী দেউড়ীতে তার কর্ম্ম পাহারা দান !

সেই গ্রামে থাকে দুখিনী বিধবা আছে কাঠা চার ভূঁই,
রাজার খাজনা বৎসরে তার ধার্য্য মুদ্রা দুই
বৎসর তিন পড়ে আছে বাকী, পারে নাই শোধ দিতে,
কাছারীতে তাই তলব হয়েছে রাজার শাস্তি নিতে।

নায়েব কহিল, "সব টাকা তোরে মিটা'তে হইবে আজ,"
বিধবা কহিল, "দয়া যদি কর, শুধিব করিয়া কাজ ;"
নায়েব করিল হীন ইঙ্গিত, সভাসদগণ হাসে,
বিধবা কাঁদিয়া দিল অভিশাপ তাহার সর্ব্বনাশে।

নায়েব হাঁকিল, "শার্দ্দূল পাঁড়ে, স্পর্দ্ধিতা মেয়েটারে,
লাঠি পেটা ক'রে মেরে ফেল, মাথা রেখনা উহার ঘাড়ে" ;
উঠাইল লাঠি, সহসা পাঁড়েজী নায়েবে মারিল ছুড়ে,
তৈল শিক্ত লাঠিখানি এল দুইখান হয়ে ঘুরে।

দ্বিতল হইতে কহে রাজা বাবু, "একি কাজ তব পাঁড়ে ?"
পাঁড়ে কহে "
ইহার খাজনা বাকী আছে লহ আমার বেতন আছে,"
বিধবারে কহে,"ভয় নাই মাগো, আমি আছি তোর কাছে।"

দুর্ব্বাসা সম বচনে যাহার সদা দুর্ব্বচ ভাষা,
অন্তরে তার সহসা কেমনে পাপিয়া বাঁধিল বাসা ?
মরুভূমি হ'ল সহসা সজল কিসের স্পর্শ পেয়ে,
নিঠুর বক্ষে "তুলসীর দোঁহা" আজি কে উঠিল গেয়ে ?

:০:

জাগো বৃহন্নলা

নূপুর কাঁকণ দূরে পরিহরি, বৃহন্নলা হে ধনুক ধর,
দুঃসময়ের শেষ হ'ল আজি, আর কেন নাম গোপন কর ?
শমীর শীর্ষ দেশ হ'তে তব শবের আকার আধার খুলি,
সঞ্জীবনীর মন্ত্রে জাগাও আবার তোমার অস্ত্র গুলি !

উর্ব্বশী অভিশাপ তব প্রাণে আশীষ হইয়া উঠেছে ফুটি,'
সত্যের আলো দেখায়েছে পথ নিরাশার ঘন আঁধার টুটি',
বন্ধুর জয় যাত্রার পথে পিচ্ছলে আর কিসের ডর ?
নৃত্য কুশল চরণ চালিয়া হও তুমি আজি অগ্রসর !

সফল হয়েছে জীবন তোমার দ্বাদশ মাসের অভিজ্ঞানে,
ভয় কম্পিত বক্ষ, চক্ষে অবসাদে কভু ঘুম না জানে ;
কোথা রাজাসন ? ইন্দ্রপ্রস্থ ? ধন-সম্পদ-বিভব রাশি ?
পঞ্চভ্রাতা যে পরের ভৃত্য, ধর্ম্মপত্নী হয়েছে দাসী !

পদে পদে যত লৌহ শিকল বেজেছে, জেগেছো মর্ম্মাঘাতে,
নিয়ত যে শত হীন অপমানে রুদ্ধ ক্রোধের বহ্নিপাতে,
কীচকের হাতে লাঞ্ছিতা সতী সৌরিন্ধ্রীর অশ্রুজলে,
তোমার যাত্রা পথের বাধার পাহাড় আজ যে গিয়াছে গ'লে।

রাজার কুমার ক্রীতদাস হ'য়ে বুঝেছ দাসের বেদনা কত,
আবার উচ্চে তোল শির তব অজ্ঞাতবাস হয়েছে গত ;
মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি হীন পরবাস যন্ত্রণা,
আজি শুভদিনে ভাই পাঁচজনে কর মুক্তির মন্ত্রণা।

দূরে উত্তর গো-গৃহে আজি সমবেত কুরু অহঙ্কারে,
জ্ঞান-গরিষ্ঠ পিতামহ সবে নির্ব্বাক্, রাজ অত্যাচারে ;
নবজীবনের পুণ্য প্রভাতে তরুণ পরাণে তুলিয়া শির,
রমণী-সুলভ-স্বভাব ত্যজিয়া নববলে চল যুদ্ধে বীর !

বীণা ত্যজি "দেবদত্ত" শঙ্খ আবার উচ্চে ঘোষণা কর,
ফেলি' অলক্ষ্যে কাঁচলি, বক্ষে আবার লৌহ বর্ম্ম পর :
নহ তুমি ক্লীব নর্ত্তকী আজ, গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয়,
ধনু টঙ্কারে হুঙ্কারে কর যুদ্ধ ঘোষণা ভারতময় !

-ঃ*ঃ-

স্বাগত

বাংলা মায়ের রত্ন হারের হারানো মধ্য মণি,
"স্বাগত সুভাষ !" অযুত কণ্ঠে উঠিছে হর্ষ ধ্বনি ;
মায়ের আশীষ, ভগ্নীর স্নেহ, সখার আলিঙ্গন,
শতেক ভক্ত শিষ্যের লহ প্রণাম আকিঞ্চন !

আলিপনা আঁকা আসা পথে পথে কাতর অশ্রুজলে,
চঞ্চল ছেলে ফিরে এল দীনাজননীর অঞ্চলে ;
আজি শুভদিনে এ মিলন ক্ষণে উৎসব আঙিনায়,
কাঁদে প্রাণ কত তাহাদের লাগি আর যারা আসে নাই।

দুর্ব্বল দু'টি বাহুতে বহিয়া অযুত বাহুর বল,
সজল নয়ন ভরিয়া এনেছ হাজার আঁখির জল ;
রুগ্ন মলিন আননে জাগিছে শত ব্যথিতের ভাষা,
আঁধার পথের বর্ত্তিকা তুমি এলে নিরাশার আশা !

কত যে মাণিক কোথায় হারা'ল চরণ তলায় পিষে,
হীরের টুক্‌রো কত হ'ল গুঁড়ো পথের ধূলায় মিশে ;
শুক্তির মাঝে মুক্তার মত, পঙ্কিল বালুচরে,
কত যে হীরক হারায়ে গিয়াছে দুর্গম পথ পরে !

হারা'ল যে ধন, কোথায় কখন ঝঞ্ঝা-বাদল রাতে,
কাঁঙালের মত খুঁজে ফিরি তাই সজল দৃষ্টিপাতে ;
ছিন্ন সুতাটি রয়েছে পড়িয়া, হারানিধি এল ফিরে,
যতনে গাঁথিয়া রাখিব আবার মায়ের কণ্ঠ ঘিরে !

কত প্রিয়জন আঁখির আড়ালে রয়েছে কত যে দেশে,
তুমি শুধু প্রিয় সবাকার হয়ে সমুখে দাঁড়ালে এসে ;
তোমারে হেরিয়া কেঁদে ওঠে হিয়া ফিরিয়া পাওয়ার সুখে,
তবু বহু ঠাঁই ভরে দিলে হায় সর্ব্বহারার দুখে।

স্বাগত কহি সে আগত দিনেরে, মা'র মন্দিরটিরে,
সকল পূজারী আসিয়া আবার যেদিন দাঁড়াবে ঘিরে ,
তোমার চলার পিছে পিছে যারা গিয়েছিল তব সাথে,
তব পিছে তারা আসিবে যেদিন নব নির্ম্মল প্রাতে !

—:০:—

"অশান্ত"

প্রণমি তোমারে হে মোর পল্লী, হে মোর জন্মভূমি,
হয়তো জননী অভাগা ছেলেরে ভুলিয়া গিয়াছ তুমি !
তোর কোল ছেড়ে দূর কারাগারে পাথরের ঘেরা কোণে,
বসিয়া আঁধারে তোরে বারে বারে পড়িছে আমার মনে।
দুষ্ট ছেলেরে ধরিয়া জঠরে পেয়েছ যে কত জ্বালা,
নিত্য নূতন সহেছ বক্ষে উপদ্রবের পালা।
আজ আমি নাই, যাব কি না যাব জানিনাক আর ফিরে,
শান্ত সুবোধ ছেলেগুলি মাতা, অঞ্চলে রাখ ঘিরে,
চির অশান্ত, চির অবাধ্য, চির বন্ধনহীন,
আমি জানি শুধু কেমনে জননী কারাগারে কাটি দিন !

আষাঢ়ের সেই তুফানে নদীর বক্ষে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে,
সাঁতারিয়া পার হয়েছি দুধার, আনিয়াছি তীরে ধরে
সলিল মগ্ন ছোট ডিঙ্গিখানি, জেলেদের কেটে জাল,
হাসি মুখে শুধু শুনেছি সবার কত ভৎর্সনা গাল।
যেখানে কখনো কেহ উঠে নাই পাহাড়ের চূড়াপরে
অবহেলে আমি উঠেছি সেথায় কত কৌতুকভরে ;

চোকে নাই ঘুম, ঝরিছে বৃষ্টি গভীর নিশীথ রাতে,
পথে পথে আমি ছুটেছি পাগল মাতাল হাওয়ার সাথে;
কত দিন বৃথা কেটেছে আমার শালবনে গান গেয়ে,
জননী তোমার মলিন কাতর অঙ্গের পানে চেয়ে।

ছাগ-শিশুটারে ছাড়িয়া দিয়াছি ফাঁক পেয়ে চুরি ক'রে,
বলির বদলে দিয়েছি দেবীরে ফুল অঞ্জলি ভ'রে ;
মন্দির দ্বার খুলিয়া দিয়াছি—"আয় ডোম, আয় হাড়ি,
কেহ নাই যার, জননী তাহার সবচেয়ে আপনারি !"
মেথরের সেই ছোট ছেলেগুলি সব চেয়ে প্রিয় যারা,
আমার অভাবে নিশ্বাস ফেলে এখনো কাঁদে কি তারা ?
গ্রীষ্মের সেই দারুণ গরমে কলেরায় যদি মরে,
কেহ কি সেবার ভার নিয়ে আজো যায় যবনের ঘরে ?
আগুণ লাগিয়া যদি পোড়ে ঘর, গৃহহারা দুঃখীদীন,
চাঁদার খাতাটি হাতে নিয়ে কেহ ফেরে কিগো নিশিদিন ?

সম্ভ্রম ভুলে মিশেছি সঙ্গে অতি নীচ হেয় যা'রা,
বিদ্রুপ কত করেছে নিত্য গাঁয়ের পাণ্ডা তারা ;
এক সাথে মোরে দেয়নি বসিতে করেছিল পরিহার,
মানুষ নামের যোগ্য নহি যে, অতি নীচ ব্যবহার।
'মানুষ হইতে ইচ্ছা আমার' তাহারি গর্ব্বভরে,
মাথায় চরকা বহিয়া ফিরেছি পল্লীর ঘরে ঘরে,
"বিদেশী বস্ত্র কিনিতে নিষেধ" শোন গান্ধীর কথা,
জনে জনে আমি কয়েছি কাঁদিয়া চরণে লুটায়ে মাথা,
াদশালে
পুলিসের সাথে করেছি দারুণ গালাগালি মারামারি।

কৃপণ "যতুর" ঘরে দিয়ে হানা ভূতের মুখোস প'রে,
চুরি ক'রে ধন বিলায়ে দিয়েছি গরীবের ঘরে ঘরে ;
শান্ত সুবোধ ছেলেগুলি তোর হাসিয়া দেখেছে রঙ্গ,
জমিজমা যত বেচিয়া যেদিন গড়িনু স্বরাজ-সঙ্ঘ।
বিদ্রুপ কত করিল জননী তোর বড় ছেলেগুলি,
দেশের অভাগা জুটায়ে যে দিন দিনু আশ্রম খুলি,
পুলিসে যে দিন ধরে নিয়ে গেল, আজীবন কারাবাস,
আশ্রম হেরি হয়তো তুমিও করিয়াছ পরিহাস।
আমারে তাড়ায়ে বেঁচেছ জননী, বেঁচেছে গাঁয়ের লোক,
আমার অভাবে হবে না সিক্ত জানি যে কাহারো চোক !

·:*:·

বামুন মেয়ের মাঠ

(কথা)

ধূলি কঙ্কর মরু প্রান্তর ধূ-ধূ করে মাঠ যোজন জুড়ে,
প্রখর তৃষায় জ্বলে যেন সদা তিলে তিলে গেছে অঙ্গ পুড়ে ;
বেতাল বাতাস বিরহীর মত সদাই উদাস শূন্য মনে,
হু-হু কেঁদে ফেরে হাহাকারে কুল বাবলার ঘন কাঁটাবনে।
বেতের নিবিড় আড়ালে বিরলে কে যেন ত্রস্তা বেড়ায় ছুটে
পদভরে তাই শুখ্‌নো পাতায় মর্ম্মরধ্বনি সেথায় উঠে !
শাল্মলী শিরে শকুনি শিশুর বিকট বেসুর ক্রন্দনে,
বেউল বাঁশের কচি পাতাগুলি নড়ে উঠে ভয় কম্পনে।
আকাশ ভরিয়া সেথা উড়ে সদা ঘূর্ণি বাতাসে লাল ধূলি,
মাথাঠুকে মরে কঠিন পাথরে কণ্টকারির ফুলগুলি ;

আঁকাবাঁকা পথ বহু পথিকের চরণ চিহ্ন বক্ষে ধ'রে,
বুক চেয়ে তার ছুটেছে দূরের শ্যামল পল্লী লক্ষ্য ক'রে।

"বামুন মেয়ের মাঠ" তা'রে কয় আশে পাশে যত গাঁয়ের লোক,
মাঠের কাহিনী শুনিতে সজল স্নেহময়ী কত মায়ের চোক ;
শুনে সে কাহিনী নিশ্বাস ফেলে গাঁয়ের তরুণ যুবক জন,
অজানা অচেনা মুখ একখানা চঞ্চল করে সবার মন।
এখনো আঁধারে কত যে পথিক চলিতে সে বাঁকা পথের মাঝে,
শোনে যেন কার মৃণাল বাহুর কঙ্কন ধ্বনি মধুর বাজে ;
দিবসে দুপুরে যায় না সে পথে কেহ কভু এই বিশ্বাসে,
মাঠের বাতাসে বিষ আছে মিশে বামুন মেয়ের নিশ্বাসে।
বেদনা ব্যথিত ব্যাকুল কণ্ঠে কে যেন কাঁদিয়া কাতর স্বরে,
নিবিড় আঁধারে নীরব নিশীথে মরুপ্রান্তর মুখর করে,
একাকী সেথায় নিত্য নিশায়, গাঁয়ের পাগলা তরুণ কবি,
শুধু রয় ব'সে দেখিবার আশে যেন কা'র ম্লান করুণ ছবি !

পাঁচশো বছর, তা'রো চেয়ে বেশী, অতীতের দূর অন্তরালে,
ইতিহাসে তা'র বিবরণ কিছু খুজিয়া না পায় তারিখ সালে ;
তর্ক তাহার ওঠে নাই কভু বিশ্বাসে চির সরল মনে,
শুধু মুখে মুখে পল্লীর লোকে বামুন মেয়ের কাহিনী শোনে।
ঘর কত শুধু ব্রাহ্মণ বাড়ী ছিল নাকি ঐ মাঠের মাঝে,
কোন ঘরে তা'রি একটী কিশোরী এসেছিল কবে বধূর সাজে,
অপ্সরা হতে সুন্দরী, তা'র চোক দুটী ভাল সকল চেয়ে,
কাঁচা সোনা যেন আগুনে গলিয়া ঝ'রে পড়ে সারা অঙ্গ বেয়ে !

ঢল ঢল কচি মুখ খানি যেন ফুল ব'লে হয় অলির ভুল,
পিঠ ভরা তা'র ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-চারু চিকণ চুল।
ভিন্ গ্রাম হ'তে কত মেয়ে এসে ব'লে গেল দেখে বধূর মুখ,
ভিখারীর ঘরে সাজে না এ মেয়ে, নিত্য যেথায় অভাব দুখ।
বিফল করিয়া তরুণ প্রাণের যত কিছু আশা কামনা ভোগ,
বছর গত না হইতে তাহার স্বামীর হইল শক্ত রোগ ;
আপনার কেহ ছিল না তাহার, স্বামীর কঠিন যক্ষ্মাজ্বরে,
কাতর হ'ল সে বামুনের মেয়ে, ভয় করে বড় একেলা ঘরে।
স্বামীর শুষ্ক মুখপানে চেয়ে নীরবে সে হায় কিশোরী বধূ,
দিন যায় কত উপবাসে তা'র, কত নিশি যায় জাগিয়া শুধু।
ওষুধ পথ্য জোটে না নিত্য, ক্ষীণ হ'ল দেহ শোনিত ক্ষয়ে,
প্রতিবাসী কেহ না লয় তথ্য সে মহা ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে;
যমে ও মানুষে ক'রে টানাটানি মাস ছয় সাত হইলে গত,
কহিল সকলে, বাঁচিবেনা স্বামী, বৃথা বউ তোর যত্ন শত।
নিরাশায় সারা বক্ষ ভরিয়া ব্যথাতুরা ভুঁয়ে লুটায়ে পড়ে,
ছল ছল দুটী কাজল সজল আঁখি হতে শুধু অশ্রু ঝরে।
আষাঢ় মাসের সে এক গভীর নিবিড় ভীষণ অন্ধকারে,
শিহরিয়া বধূ উঠিল সভয়ে শুনি পদাঘাত বদ্ধদ্বারে।
সহসা গৃহের জীর্ণ দুয়ার খান খান খসে পড়িল ভূঁয়ে,
ভয় পেয়ে বধূ রহিল পড়িয়া স্বামীর চরণ অঙ্গ ছুঁয়ে।
টানিয়া তাহারে আনিল কাহারা, অঞ্চল দিল বদনে বাঁধি,
স্বামীরে শুধু সে দেখা'ল কাতর মৌন মিনতি নীরবে কাঁদি ;
চেতনা বিহীন দুর্ব্বল স্বামী পড়িয়া রহিল তন্দ্রাঘোরে,
নির্দ্দয় তা'রা ছুটিয়া চলিল স্কন্ধে তাহারে বহন ক'রে

সকালে সকলে শুনিল যখন ঘর ছেড়ে গেছে কুলের বধূ,
ঘৃণাভরে সবে কহিল, বংশে এসেছিল কালি মাখা'তে শুধু।
ভিতরে ভিতরে এত ছিল তা'র, এত যে স্বামীর যত্ন সেবা,
সব মিছে তবে—সব লুকোচুরি, মিথ্যা ছলনা জানিত কেবা ?

শঙ্কিত চিতে ফিরে এল বধূ দুই রাত তিন দিনের পর,
যদি দেখে গিয়ে ভেঙ্গেছে কপাল, বেঁচে নাই স্বামী শূন্য ঘর !
বদ্ধ দুয়ার খুলিতে সভয়ে শোনে প্রতিবাসী কহিছে কেহ,
অন্তিমে তব কলুষ স্পর্শে অশুচি ক'রনা স্বামীর দেহ।
ফিরে যাও নারী গিয়েছিলে যেথা, কেহ তো তোমারে আনেনি ডাকি,
শুনে যাও শুধু স্বামীর তোমার শেষ নিশ্বাস ফেলিতে বাকী।
বহু শিব পূজা হয়েছে এ গৃহে, স্বর্গ সমান এ-পূণ্য ভূমি,
প্রবেশে তোমার নাহি অধিকার, যবন স্পর্শে অসতী তুমি।
গ্রাম হ'তে তা'রে দূর ক'রে দিল, স্বামীর ভিটাতে পায়নি ঠাঁই,
অভিশাপ নাকি বামুণের মেয়ে দিয়েছিল বলে সকলে তাই।
লাঞ্ছিতা সতী নয়ন অনলে পুড়ে হ'ল ছাই সকল গেহ,
সপ্তাহ মাঝে মহামারী রোগে বাঁচে নাই নাকি গাঁয়ের কেহ !

সেই হতে আজো তৃষিত তাহার আত্মা সে মরু মাঠের 'পরে
স্বামীরে খুঁজিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, গত পাঁচ শত বর্ষ ধরে।

:০:

শুভ-নব-বর্ষ দিনে*

সুখ দুখ শত, স্মৃতি বিজড়িত, হর্য বিষাদে পাথেয় ভরি',
বৃদ্ধ বরষ বিদায় নিয়েছে অতীতের স্রোতে ভাসায়ে তরী ;
নবীন বরষ দুয়ারে দাঁড়ায়ে নবারুণ রাগে শুভ্রবাসে,
স্বাগত তাহারে কহি সমাদরে নব উল্লাসে মধুর ভাষে।

গত দিনে কত হাজার নয়ন সজল হয়েছে অশ্রুজলে,
কতনা কোমল পরাণ ভেঙ্গেছে ব্যথা বেদনার জগদ্দলে ;
হাসি মাখা মুখে বিষাদের ছায়া এঁকেছে আমার আঁধারকালো
দুর্গম পথে নিরব নিশিথে নিবায়েছে কত আশার আলো !

দুখ দেছে তবু তার মাঝে মাঝে বিজলী চমকে সুখের রেশ,
অতীত বরষে বিগত দিবসে যা'রা হেসে দিন কেটেছে বেশ,
তাহারা উজানে ভেসে যেতে চায় সম্মুখ পানে মুদিয়া আঁখি ;
দুঃখ সুখের মাঝখানে মোরা নবীন বরষে সাদরে ডাকি।

ভায়ের বক্ষে ভাই হানে অসি, ভায়ে ভায়ে জাগে হিংসা আজ,
নবীন বর্ষ তোমার স্পর্শে পায় যেন মনে তাহারা লাজ ;
তব আগমনে আজি শুভক্ষণে শত ভাই মোরা সবার সাথে,
ভেদাভেদ ভুলি একসাথে চলি নব বরষের উজল প্রাতে।

—※—

* আদরা বেঙ্গলি ক্লাবের সভায়, শুভ নববর্ষ দিনে (১৩৪৫ সাল), শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে কবিতাটি পঠিত হয়।

কেরাণীকবি

১

ফাগুনে যখন ফুল ফোটে বনে,
পাপিয়ায় তোলে মধুর তান,
মধু বসন্তে বরণ করিতে
বসিনু লিখিতে কবিতা গান।

আশেপাশে মোর অলি ঝঙ্কারে,
ফুল ফোটে কত মনের বনে,
সহসা শুনিনু বীর ভাষা কার,
যেন ভীমসেন নেমেছে রণে ;

মুদির দোকান হ'তে লোক এসে,
"টাকা দাও" দ্বারে কহিছে রাগে,
মধুবসন্ত গুটি বসন্ত
সম আতঙ্ক পরাণে জাগে !

ভাবি বিচিত্র বিধান, বিধিহে,
বুঝিতে পারি না অর্থ সব,
ঋতু মধু নিয়ে ব্যাপার যাদের,
তাদের কণ্ঠে বজ্ররব ?

২

নিদাঘে যখন তপ্ত তপন
সংসার ক'রে পুড়ায়ে ছাই
ভাবিনু তখন রৌদ্ররসের
একটা পদ্য লেখাতো চাই !

সহসা গোয়ালা, 'টাকা দাও' বলে,
হাজারীবাগের রহেন্‌ ওলা,
রূক্ষ তাহার বচনে অঙ্গে
যেন এসে লাগে তপ্ত গোলা।

হিসাব করিয়া বলেছে রজক,
কল্য প্রভাতে আসিবে ফিরে,
টাকা না মিটালে মলিন বস্ত্র
পুনঃ নাহি কভু দিবে সে ফিরে।

ভারি বিচিত্র বিধান, বিধিহে,
টাকা বিনা হায় সকলি ফাঁকা,
নিত্য অর্থ চিন্তার চাপে
কল্পনা শত পড়েছে ঢাকা !

৩

আকাশের কোলে কালমেঘগুলি
দলেদলে আসে করিয়া ভিড়,
পরাণে জাগিল বাসনা লিখিতে
কবিতা যা'হোক বর্ষাটির।

আকাশে বাদল, বাতাসে বাদল,
বাদল নেমেছে ঘরের ছাদে,
ছিদ্রের পথে ঘরে পড়ে জল,
বাসকরা দায় নির্ব্বিবাদে !

বাক্স পেঁট্‌রা বিছানাপত্র,
সকলি ভিজায় বর্ষাধারা
কবিতার মোর খাতাটি কোথায়
রাখিব ভাবিয়া হয়েছি সারা।

ভাবি বিচিত্র বিধান, বিধিহে,
শান্তিকুঞ্জ দিলে না যা'রে,
কাব্যরসের মদির নেশায়
মত্ত করিলে কেন গো তা'রে ?

৪

শরতে যখন সুনীল আকাশে,
চাঁদ হেসে চায় তারার দলে,
গাছে গাছে ফুল অশোক বকুল,
ফোটে শতদল দিঘীর জলে ;

মাঠে মাঠে ধান, কৃষকের গান,
শারদলক্ষ্মী এসেছে ঘরে,
ভাবিনু লিখিব কবিতা একটি
বঙ্গমায়েরে বরণ ক'রে !

সহসা শুনিনু কহিছে গৃহিণী,
বচনের তা'র বাঁধন খুলি,
"সময় থাকিতে হয় যেন সব
পূজার বাজার বস্ত্রগুলি !"

ভাবি বিচিত্র বিধান, বিধিহে,
কবি-যশ আশা দীনের তবু,
রবিবাবু হ'লে রেলের কেরাণী,
হয়তো হ'তো না কবি সে কভু !!

শেষ